দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 2 2 MAY 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

এডুকেশন ওয়াচ এর রিপোর্ট

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নে সরকারী ব্যয় খুব সামান্য

স্টাফ রিপোর্টার

বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে সরকারী ব্যয়ের প্রায় পুরোটাই শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে খরচ হয়। শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে ব্যয় করা হয় অতি সামান্যই। কিছু বৃত্তি/উপবৃত্তি দেয়া হলেও বৃত্তি/উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তদারকি করার কার্যকর কোন ব্যবস্থাও নেই, জানায় গবেষণা সংস্থা এডুকেশন ওয়াচ পৃঃ৫-কঃ২

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার

১২-এর পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশ। একই সঙ্গে এই সংস্থাটি জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এবং তদারকি ও তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে শিক্ষার মান নিশ্চিত করার জন্য প্রায় কোন ব্যয়ই করা হয় না। ফলে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার মানে যে সংকট সৃষ্টি হয় তারই খেসারত দিতে হয় মাধ্যমিক এবং উচ্চতর পর্যায়ের শিক্ষায়।

গতকাল (সোমবার) সিরডাপ মিলনায়তনে এডুকেশন ওয়াচ বাংলাদেশ আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে "এডুকেশন ওয়াচ ২০০৬ : ফাইন্যান্সিং প্রাইমারী এন্ড সেকেন্ডারী এডুকেশন ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক এক গবেষণা রিপোর্টে এডুকেশন ওয়াচ এর কর্মকর্তরা উপরোক্ত তথ্য তুলে ধরেন। মোট ছয়জন গবেষক এ রিপোর্টটি তৈরি করেন, বলে বিবৃতিতে জানানো হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার খরচ কি পরিমাণ এবং তা কোন কোন উৎস থেকে কি পরিমাণ মেটানো হয় তার ওপর তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করে এই রিপোর্টটি তৈরি করা হয় বলে জানান এডুকেশন ওয়াচ এর কর্মকর্তারা।

রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় পর্যায়েই ছাত্রছাত্রী প্রতি বার্ষিক সরকারী ব্যয় অতি সামান্য। প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারী স্কুলের ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বেশি হলেও তা বছরে মাত্র ২৫ মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ। অন্যান্য প্রকার প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মথাপিছু সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ বছরে ৮ মার্কিন ডলার থেকে ১৪ মার্কিন ডলার। মাধ্যমিক পর্যায়ে মাথাপিছু সরকারী ব্যয় সরকারী স্কুলগুলোতে বছরে ৭৮ মার্কিন ডলার মাদ্রাসার ক্ষেত্রে তা বছরে ৫৬ মার্কিন ডলার এবং বেসরকারী স্কুলগুলোতে বছরে ৪০ মার্কিন ডলার, যা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল।

রিপোর্টে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী খরচের অপ্রতুলতার পাশাপাশি দেখানো হয়েছে এক্ষেত্রে অভিভাবক পর্যায়ের ব্যয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাপ্ত সরকারী বরাদ্দ এবং গ্রাম ও শহরে মাথাপিছু এর বৈষম্য, অন্যান্য বেসরকারী উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ এবং নিজস্ব সম্পদ থেকে আয় এবং মাথাপিছু বন্টনের ক্ষেত্রে এর বৈষম্য এবং মোট মাথাপিছু ব্যয়ের অনুপাত হিসাবে পারিবারিক ব্যয় ইত্যাদি বিষয়ের উপর বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়। রিপোর্টে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ের বৈষম্য দূর করার জন্য তিনদফা সুপারিশও তুলে ধরা হয় যথা- মানসম্পন্ন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্ষিক মাথাপিছু প্রকৃত সরকারী ব্যয় উভয় ক্ষেত্রে বর্ধিত করা জরুরী, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এবং একই ধরনের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামের মধ্যে বিদ্যমান তারতম্য দূর করতে হবে, শিক্ষার মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যকর তদারকির ব্যবস্থা করতে হবে। সংবাদ সম্মেলনে গবেষণা রিপোর্ট সম্পর্কিত লিখিত বক্তব্য তুলে ধরেন এডুকেশন ওয়াচের শীর্ষ কর্মকর্তা ড. কাজী খলিকুজ্জামান আহমেদ। এছাড়া অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এডুকেশন ওয়াচের বিশিষ্ট কর্মকর্তা ড. ফজলুর রহমান, প্রফেসর কাজী সালেহ আহমেদ এবং রাশেদা কে. চৌধুরী।